ALL INDIA APPOINTMENT GAZETTE
₹ 3/-
A WEEKLY NEWS PAPER on EMPLOYMENT & TRAINING Opportunities
7, Old Court House Street, Kolkata-700 001
Call : 033 22101820

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৭ পৌষ ১৪২৪ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 12 January 2018 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আচার্য কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে সাম্মানিক ডি-লিট নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমি গর্ববোধ করছি। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে সম্মান দিয়েছে, তা পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। এমন সম্মান পাব কোনোদিন ভাবিনি। এই ডি-লিট পাওয়া নিয়ে আমাকে অসম্মানও করা হয়েছে।

আমার জীবন অবহেলা, অসম্মানের।

আমার জীবন খুব সাধারণ। আমার জীবন লড়াই, সংগ্রামের

আমরা চাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নততর মানুষ তৈরি করে বিশ্বের দরবারে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুক

খবর বারোর পাতায়

রাজ্যের সঙ্গে কথা বলতে রাজি গুরুং

অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে দিল্লিতে জনসমক্ষে

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১১ জানুয়ারি ঃ পাহাড় নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসতে উৎসাহী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রাক্তন প্রধান বিমল গুরুং। দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে আজ দিল্লিতে কিছুক্ষণের জন্য প্রকাশ্যে আসেন বিমল। সিআইডির চোখে ধুলো দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত হয়ে ফের উধাও হয়ে যান গুরুং। জানা গিয়েছে, দিল্লির সফদরজং রোডে একটি সরকারি বাংলোয় বসে তিনি ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে গুরুং বলেন, গোর্খাদের স্বার্থে এবং পাহাড়ের সংকট কাটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাঁর আপত্তি নেই। গুরুংয়ের দাবি, তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী নন। জাতীয় অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। ভারতীয় সংবিধানের আওতার মধ্যে থেকেই তাঁর দল আন্দোলন করছে। প্রাক্তন মোর্চা প্রধান বলেন, 'রাজ্য পুলিশ তাঁর এবং দলের অন্যান্য সহকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনে মামলা করেছে।' গুরুংয়ের দাবি, 'স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করলে সব সত্য প্রকাশ পাবে। সেই তদন্তকারী সংস্থার সামনে আমি হাজির হতে রাজি আছি।'

আশ্চর্যজনকভাবে আজ গুরুংয়ের মুখ থেকে গোর্খাল্যান্ড শব্দটি একবারের জন্যও শোনা যায়নি। বরং তাঁর মুখে শান্তির পথে চলার কথা শোনা গিয়েছে। বরাবর জঙ্গি আন্দোলনে বিশ্বাসী বিমল গুরুংয়ের মুখে হঠাৎই শান্তির কথা শুনে জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে। সাক্ষাৎকারে গুরুং পাহাড়ে শান্তি রক্ষার আবেদন করে দলীয় সমর্থকদের বেআইনি কাজ করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'গুরুংকে যখন আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল, তখন তিনি আড়ালে থেকে পাহাড়ে সন্ত্রাস চালিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি আছে। পালাতে পালাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় এখন আলোচনার কথা ও শান্তিপূর্ণ পথে চলার কথা বলছেন। আগে আইন মেনে আত্মসমর্পণ করুন গুরুং। হিংসার পথে চলে উনি যা যা করেছেন, তার জন্য আইন ও বিচার ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হবে ওঁকে।'

মোর্চার পক্ষ থেকে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের

প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ছবিতে দেখা যায়, ভারতীয় জাতীয় পতাকার সামনে বসে গুরুং কথা বলছেন। মোর্চা সূত্রে খবর, ওই জাতীয় পতাকা তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন। আগের থেকে প্রাক্তন মোর্চা প্রধানের চেহারা খারাপ হয়েছে। মুখে কয়েকদিনের না কাটা দাড়ি নিয়ে সুট পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সফদরজং রোডের যে সরকারি বাংলোয় বসে তিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন, সেই বাংলোটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সাউথ ব্লক ও বিজেপির সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত। প্রশ্ন উঠেছে, এমন একটি নিরাপত্তায় মোড়া ভিভিআইপি এলাকায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কী করে এলেন প্রাক্তন মোর্চা প্রধান এবং তারপর তিনি কীভাবে উধাও হয়ে গেলেন। গুরুংয়ের আস্থাভাজন রোশন গিরির কাছ থেকে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার কিছু জানা নেই। আমি দিল্লির বাইরে।' রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, গুরুং দিল্লিতেই আছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন তিনি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

চা মজুরি ইশ্যুতে সাধারণ ধর্মঘটের হুমকি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ জানুয়ারি ঃ চা মজুরি ইশ্যুতে উত্তপ্ত হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের চা মহল। ন্যূনতম মজুরি ও চা বাগানে বন্ধ হয়ে থাকা মজুরি বাবদ প্রদেয় র‍্যাশনের এই দুটি ইশ্যু দ্রুত বাস্তবায়িত না হলে আগামী ১৮ তারিখ ডুয়ার্স-তরাইজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে বিজেপি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)। অন্যদিকে চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরাম সরাসরি বন্‌ধের কথা না বললেও রাজ্য সরকার যদি অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি বৃদ্ধির অঙ্ক হিসেবে কোনো অঙ্ক চাপিয়ে দেয় তার বিরোধিতায় সর্বাত্মক প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছে। উল্লেখ্য, চা মজুরি নিয়ে গত ২২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় আহূত একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যতদিন পর্যন্ত

সমীর পাঠক
ময়নাগুড়ি
আমি আওয়াজের ভয়ে MRI করাচ্ছিলাম না। কিন্তু ডিসানের Soundless MRI এর কথা শুনে প্রথমে খরচ জানলাম। দেখলাম অন্যদের তুলনায় একই খরচ। ডিসানে সকালে এসে MRI করালাম। সত্যি খুব অল্প আওয়াজ। ওখানেই তারপর Neuro ডাক্তারকে প্লেট আর রিপোর্ট দেখিয়ে, সেদিন বাড়ি ফিরলাম। এততৎপরতা ডিসানেই হয়।
DESUN HOSPITAL SILIGURI
OPD BOOKING 90736 92687 96740 19660
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

ন্যূনতম মজুরি বা মজুরি-র‍্যাশনের বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে না ততদিন অন্তর্বর্তীকালীন হিসাবে চা শ্রমিকদের ১৭.৫০ টাকা মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছিল শ্রম দপ্তর। গত ২৯ ডিসেম্বর ওই মৌখিক প্রস্তাব লিখিতভাবে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকেও শ্রম দপ্তর জানিয়ে দেয়। জয়েন্ট ফোরাম এবং ফোরামেরই সদস্য সংগঠন বিটিডব্লিউইউ সরকার ওই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করে এখন সরাসরি ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

আটটি বৈঠকের পরও চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনো পাকা সিদ্ধান্ত হয়নি। অন্যদিকে, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে র‍্যাশন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর চা বাগানে বন্ধ হয়ে যাওয়া মালিকপক্ষ প্রদেয় মজুরি বাবদ র‍্যাশন নিয়ে কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। দুটো ইশ্যুই এখন আলোচনার টেবিলে দর কষাকষির জায়গায়। যেহেতু ন্যূনতম মজুরি বা মজুরি বাবদ র‍্যাশন ইশ্যুর নিষ্পত্তিতে সময় লাগছে সে কারণে রাজ্য চাইছে অন্তর্বর্তীকালীন

মজুরি বাড়ানোর জন্য। শাসকদলেরই একাধিক শ্রমিক সংগঠন এর আগে সরকারের কাছে এই আর্জি জানিয়েছিল। ২২ ডিসেম্বরের বৈঠকে রাজ্য ১৭.৫০ টাকা মজুরি বৃদ্ধির কথা জানায়। সেই হিসেবে গত ১ জানুয়ারি থেকে চা শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি হওয়ার কথা দৈনিক ১৫০ টাকা। সরকারি এই প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আগামী ১৭ জানুয়ারি ফের আরেকটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। জয়েন্ট ফোরাম এবং বিটিডব্লিউইউ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ওই বৈঠকে যদি রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি বা মজুরি বাবদ র‍্যাশন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে ১৭.৫০ টাকাই মজুরি বৃদ্ধি হিসেবে চাপিয়ে দেয় তাহলে ১৮ তারিখ ডুয়ার্স-তরাইজুড়ে আন্দোলন হবে। ১৭ তারিখের প্রস্তাবিত ওই বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি এবং মজুরি বাবদ র‍্যাশনের মতো বিষয়গুলি রয়েছে।

বৃহস্পতিবার বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে বিটিডব্লিউইউয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা শেষে সংগঠনের চেয়ারম্যান জন বারলা বলেন, '১৭ তারিখের বৈঠকে রাজ্যের ভূমিকা আমরা দেখে নিতে চাইছি।

এরপর নয়ের পাতায়

বাড়তে পারে ন্যূনতম মাসিক পেনশন

নয়াদিল্লি ঃ লোকসভা ভোটের আগে সামাজিক সুরক্ষার উপর বাড়তি গুরুত্ব দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম মাসিক পেনশন এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ কিংবা সাড়ে সাত হাজার টাকা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। আসন্ন বাজেটে এব্যাপারে বরাদ্দ বাড়াতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। পাঁচের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৩.২৬
ডিজেল- ₹ ৬৩.৫২

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

যাক্, আপদ আর কেউ গছাবে না।

প্রায় ১৯ লক্ষ টাকায় হকার্স কর্নারে রেলের জমি হাতবদল

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১১ জানুয়ারি ঃ হকার্স কর্নারে একটি ফাঁকা দোকানের জায়গা ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরই কেউ কেউ এই বিক্রির ঘটনায় সরাসরি যুক্ত রয়েছেন। যদিও হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দিলীপ দাস বলেন, 'ওই দোকানটি দীর্ঘদিন ধরেই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তাই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জমিটির দাবিদার খোঁজার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কেউ আসেননি। জমিটি বিক্রি হয়নি। ওটা ফাঁকাই রয়েছে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা বলেন, 'রেলের জমি এভাবে কেউ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে না। আমরা অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

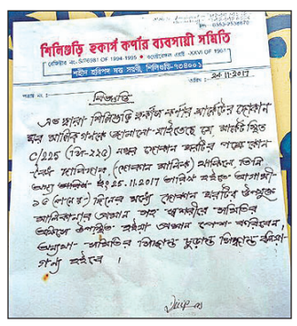
শিলিগুড়ি হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি

পুরোপুরি রেলের জমিতে গড়ে ওঠা হকার্স কর্নার, নিবেদিতা মার্কেট, মহাবীরস্থানে বহুদিন ধরেই ফাঁকা জমি, পরিত্যক্ত দোকানঘর দখল করে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রির অভিযোগ আগেও উঠেছে। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, সেই দলের নেতাদের মদতেই এই বেআইনি কর্মকাণ্ড চলে বলে অভিযোগ। কিছুদিন আগে মহাবীরস্থানে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে রেলের জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ কার্যত স্বীকারও করে নিয়েছিলেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি বলেছিলেন, 'এখানে রেলের জমি দখল করে তা ব্যবসায়ীদের কাছে মোটা টাকায় বিক্রির অভিযোগ আমিও পেয়েছি। কে বিক্রি করছে, টাকার ভাগ কোথায় কোথায় যাচ্ছে সবকিছুই আমি জানি।' কিন্তু তার পরেও রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে রেলের জমি বিক্রির ওই চক্র। হকার্স কর্নারের সি ব্লকের ২২৫ নম্বর দোকান ঘরটি বেশ কিছুদিন ধরেই খালি পড়ে রয়েছে। গত বছরের ২৪ নভেম্বর হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো হয়। সেখানে বলা হয়, ২৫ নভেম্বর থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সশরীরে সমিতির অফিসে উপস্থিত হয়ে এই দোকানঘরটির উপযুক্ত মালিকানার প্রমাণ পেশ করতে হবে। নতুবা সমিতি যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু ১৫ দিনের সময়সীমা শেষ হলেও কেউই প্রমাণপত্র নিয়ে ওই দোকানঘরের দাবি করতে আসেননি বলে হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রের খবর। এর পরেই ওই জমি বাপি পাল নামে কোনো এক ব্যক্তির কাছে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক- কে বিক্রি করল? ব্যবসায়ী সমিতিই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, তাহলে কি তারাই এই দোকান বিক্রি করেছে? ব্যবসায়ী সমিতি অবশ্য এই দায় নিতে অস্বীকার করেছে। হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দিলীপ দাস বলেন, 'একটা দোকানঘর দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা পড়েছিল। তাই আমরা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই দোকানের মালিককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাওয়া যায়নি। জায়গাটা এখনও ফাঁকাই পড়ে রয়েছে।' কিন্তু দিলীপবাবু যাই বলুন না কেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সূত্রেই জানা গিয়েছে, পাঁচ ফুট বাই সাত ফুটের ওই দোকানঘরটি বিক্রির জন্য গত ৫ জানুয়ারি প্রকাশ্যেই নিলাম ডাকা হয়। সেই নিলামে বাপি পাল নামে এক ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার দর হাঁকেন। সেই দামেই দোকানটি বিক্রি করা হয়েছে।

এরপর নয়ের পাতায়

তালমিছরি জগতের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ
দুলাল চন্দ্র ভড়ের
শততম জন্মবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন
২৬ ডিসেম্বর ২০১৭
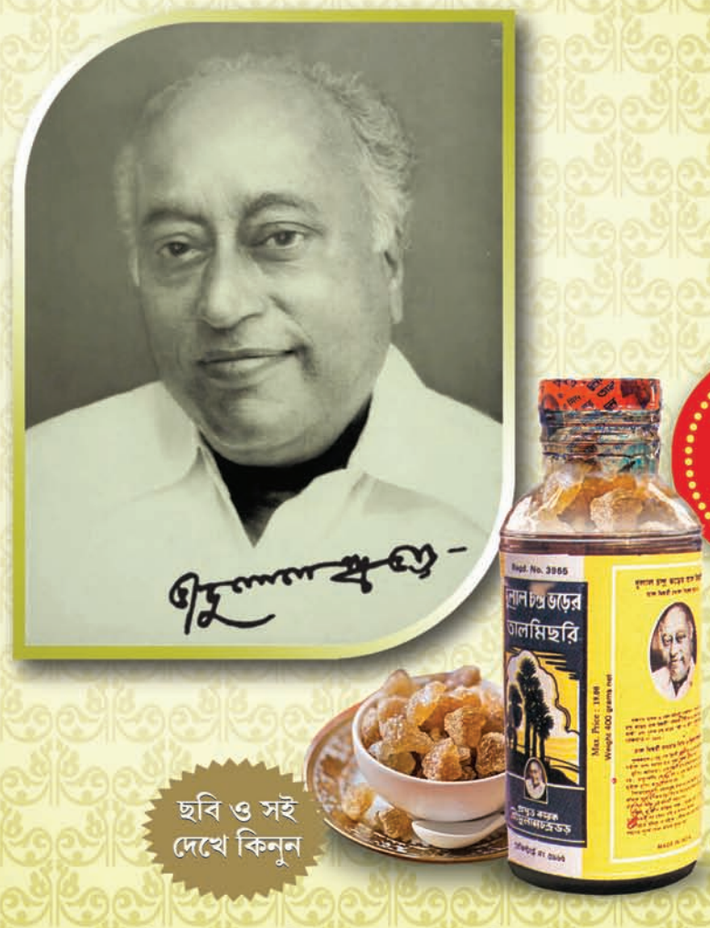

এই শুভদিনে তালমিছরির স্রষ্টাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই
দুলাল চন্দ্র ভড়
5 মনোহর দাস স্ট্রীট, বড়বাজার, কলকাতা 700007। ফোন ঃ 033-2268 8284। মোবাইল ঃ 91437 23275
ই-মেল ঃ dulalchandrabhar.candy@gmail.com

কুয়াশা কেটে এগোতে ট্রেনে নয়া যন্ত্র

চাঁদকুমার বড়াল ● কোচবিহার

১১ জানুয়ারি ঃ কুয়াশার জন্য আর কোনো ট্রেন চলাচলেই বিলম্ব হবে না। শীতকালের ঘন কুয়াশাতেও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবার উন্নত প্রযুক্তি আনছে ভারতীয় রেল। নতুন এই প্রযুক্তির নাম হল- ফগপাস। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলেই প্রথম এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর জন্য ইতিমধ্যে ১১০০ ইঞ্জিনে এই নতুন যন্ত্র বসানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, জিপিএস প্রযুক্তিতে চলা এই সিস্টেমে ট্রেন কুয়াশার মধ্যেও সময়ে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে পৌঁছে যাবে। ধীরে ধীরে দেশের অন্য জোনগুলিতেও ব্যবহার করা হবে এই ফগপাস যন্ত্র। শীতের সকালে কুয়াশার দাপটে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটে ট্রেন চলাচলে। দেরিতে চলাচলের জন্য যাত্রী বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয় রেলকে। সময়মতো ট্রেন চালাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ইতিমধ্যেই ফগম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। এবার শীতের কুয়াশার মোকাবিলায় নয়া প্রযুক্তির এই ফগপাস সিস্টেম প্রথমেই ব্যবহার করা হচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে।

কী এই ফগপাস সিস্টেম? জানা গিয়েছে, এটি একটি দেড় কেজি ওজনের ডিভাইস। আয়তন এক ফুট বাই ছয় ইঞ্চি। ট্রেনের চালকরাই এই ডিভাইস ইঞ্জিনে ব্যবহার করবেন। জিপিএস প্রযুক্তিতে কাজ করবে এই ডিভাইস। এতে ট্রেনের গন্তব্য, সামনের দুই স্টেশনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে স্ক্রিনে। সিগন্যালের তথ্যও দেবে এই ডিভাইস। চালকদের সুবিধায় থাকবে ভয়েস কমেন্ট্রিও। ট্রেন কোনো স্টেশনের হোম সিগন্যাল থেকে কতটা দূরে সেই তথ্যও দেবে ওই ডিভাইস। ট্রেনচালক সিগন্যাল দেখতে না পেলে সেই তথ্যও ফুটে উঠবে ডিভাইসের এলসিডি স্ক্রিনে। কুয়াশার জন্য দৃশ্যমানতা কম থাকলেও ডিভাইস দেখেই চালক বুঝতে পারবেন সামনে সিগন্যাল লাল না সবুজ। ডিভাইসের মাধ্যমে লেভেল ক্রসিং সংক্রান্ত তথ্যও মিলবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা জানালেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ছাড়াও দেশের অন্যান্য কিছু জোনে প্রথমে এই মেশিন পাঠানো হয়েছে। তারা ১১০১টি মেশিন পেয়েছেন। যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পাঁচটি ডিভিশনে পাঠানো হয়েছে। এবার কুয়াশার জন্য আর সমস্যা হবে না। ট্রেন সময়মতো চলবে। যাত্রীরা হয়রানি থেকে বাঁচবেন। রেলেরও আর্থিক ক্ষতি সামলানো যাবে।

এরপর নয়ের পাতায়

ফগপাস কী

- ট্রেনের চালকরাই এটি ব্যবহার করবেন।
- জিপিএস প্রযুক্তিতে কাজ করবে।
- চালকদের সুবিধায় থাকবে ভয়েস কমেন্ট্রিও। ট্রেন কোনো স্টেশনের হোম সিগন্যাল থেকে কতটা দূরে সেই তথ্যও জানা যাবে।
- দৃশ্যমানতা কম থাকলেও সিগন্যাল লাল না সবুজ - সেই তথ্যও ফুটে উঠবে ডিভাইসের এলসিডি স্ক্রিনে।